পাইল শ্রীবৎস্য পতি দৈববাণী শুনি।।
সাবিত্রীর ব্রত করে সতী সে সাবিত্রী।
মৃত্যুপতি জিনি' বাঁচাইল মৃত পতি।।
সাধনা বিহনে ভাল পতি মিলে কা'র।
আয় মোরা পূজা করি সর্বমঙ্গলার"।।
বালিকাগণের সহ হইয়া একত্র।
আনিতেন দূর্ব্বাদল তুলসীর পত্র।।
গৃহ হ'তে চেয়ে নিত আতপ তণ্ডুল।
তুলে নিত গ্রামে পেত যত যত ফুল।।
কুষ্মাণ্ড কাচড়া লাউ কলম্বী ধুতুরা।
মরিচ বেগুন বন্য ফুল কেওয়া তারা।।
ফাল্গুনী সংক্রান্তি দিনে দ্বিজমন্ত্র বিনে।
পূজিতেন কাত্যায়ণী ল'য়ে বালাগণে।।
তুলসী চন্দন মাখি' যতন করিয়া।
'কালী লও' বলে দিত অঞ্জলী পুরিয়া।।
খেলিতেন ল'য়ে যত গ্রাম্য বালিকায়।
ইহার অগ্রেতে বাল্য খেলার সময়।।
বালিকা আচারে আতপ তণ্ডুল বিহনে।
বালি দিয়া নৈবেদ্য সাজা'ত বালাগণে।।
বলিতেন 'এইমত তোরা সবে সাজা।
আয়লো ভগিনী মোরা খেলি পূজা পূজা'।।
এরূপেতে পৌগণ্ড কাল হ'য়ে এল গত।
এমন সময় খেলে সাবিত্রীর ব্রত।।
কখন কখন ল'য়ে বালিকার গণ।
ভক্তিভাবে পূজিতেন দেব নারায়ণ।।
"অম্বরীষ কন্যা শ্রীমতীরে যথা নেও।
সেইমত দয়াময় মোরে ল'য়ে যাও"।।
লোচন শুনিল দৈবে বাল্য-খেলা ছলে।
যশোবন্ত-পুত্র হরি বিশা'কে বাঁচালে।।
চিত্ত-চমকিত হ'ল মানিল বিস্ময়।
এছেলে ঈশ্বর-অংশ সামান্য তো নয়।।
হরির সঙ্গেতে দিলে শান্তির বিবাহ।
ইহকাল পরকাল হইবে নির্বাহ।।
লোচন সফলাডাঙ্গা আসিয়া বসিয়া।
যশোবন্তে কথা কয় হাসিয়া হাসিয়া।।
"তোমার মধ্যম পুত্র আমি তাঁরে চাই।
কন্যা দিয়া আমি তাঁরে করিব জামাই"।।
শুনি যশোবন্ত বড় হ'ল আনন্দিত।
বলে "সেই কর্ম কর যা' হয় উচিত"।।
আসা-যাওয়া দেখা-শুনা হ'ল রীতিমতে।
কন্যাদান করিলেন শুভ লগণেতে।।
যশোবন্ত বিয়া দিল পাঁচটি নন্দন।
অচিরাৎ লোকলীলা কৈল সম্বরণ।।
একদিন গাত্রে শীত হৃদিকম্প হয়।
মুহূর্ত্তেক বসিলেন তুলসী-তলায়।।
জপিলেন ষোল নাম বত্রিশ অক্ষর।
সজ্ঞানেতে দেহত্যাগী হ'ল লোকান্তর।।
পুষ্প রথে চড়ি' সুখে গোলোকে গমন।
যশোবন্ত প্রীতে হরিবল সর্ব্বজন।।
হরি-পিতা লোকান্তর সমাধি শুনিলে।
পুলকে গোলোকে যাবে হরি হরি বলে।।
অন্তকালে হবে তাঁর হরি কর্ণধার।
বিরচিল রসরাজ কবি সরকার।।

শক্তিধর বজ্রনাথ পাগলের সহিত মিলন

ব্রজনাথ নামে এক ভকত সুজন।
বাল্য হ'তে গুরুসেবা করে সর্ব্বক্ষণ।।
গুরুপদে ছিল আর্ত্তি দৃঢ় ভক্তি তাঁর।
গুরু কার্য্য বিনে কার্য্য ছিল না তাঁহার।।
জ্ঞান-কাণ্ড-কর্ম্ম ব্রজ কিছু না মানিত।
জ্ঞানশূন্য-ভক্তি অঙ্গ প্রেমে পুলকিত।।
সর্ব্বদা উন্মাদ দশা চিন্তা জাগরণ।
ভাবনা-জড়িমা-কৃত প্রলাপ বচন।।
গুরু-পত্নী আজ্ঞা দিল কর্ম্মান্তরে যেতে।